দৈনিক সংবাদ

044

তারিখ 0 8 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

করটিয়া হাই স্কুলের সংস্কার চাই

টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার পুবে অবস্থিত করটিয়া একটি জনবহুল শহরতলি এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে এ অঞ্চলের ব্যস্ততম সড়ক ঢাকা রোড। রাস্তার পুবে করটিয়া হাই স্কুল। সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর্থিক দৈন্যে মৃত্যুর দিনগুনছে। আর পশ্চিমে আলো ঝলমল করটিয়া সাদাত কলেজ।

অনেক দিন আগে এমনতরো ছিল না। ১৯২৬ সালে এ অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন করটিয়া হাই স্কুলের হেডমাষ্টার। তার প্রচেষ্টায় এবং করটিয়া জমিদার বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে সাদাত কলেজের জন্ম হলেও একে লালন করেছিল এই করটিয়া হাইস্কুল। স্কুলেই কলেজের ক্লাস হত। এর ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারিক ক্লাস গুলো চলত। আজ করটিয়া সাদাত কলেজের বিরাট কলেবর। সেখানে অনেক বিল্ডিং উঠলেও যে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকের এতবড় ত্যাগে এই কলেজ—সেইস্কুল যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। মূল স্কুল গৃহটি প্রায় ২০০ ফুট লম্বা এবং ২২ ফুট চওড়া এবং বারান্দাটি ১০ ফুট চওড়া হবে। বয়সভারে বারান্দা যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে এ আশংকায় সেটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। মূল ভবনের সর্বত্র ফাট দেখা দিয়েছে। সামনে বর্ষা। সংস্কারের জন্য বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু আজও কোন সুরাহা হয়নি এব্যাপারে।

বিভিন্ন উপজেলা সদরের বা সাধারণ স্কুল সরকারী হলেও করটিয়া হাইস্কুলের অবস্থানগত কারণে আজও সরকারী কৃপা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আবার শহরতলিতে অবস্থিত হওয়ায় জেলার কর্মকর্তাদের দৃষ্টিও এরপর পড়েনি। একই ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় এ,কে খান গার্লস স্কুলের ভাগ্যে। করটিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক বৃন্দ অভিজ্ঞ। স্কুলেও প্রকৃত উন্নতির জন্য তাঁরা আন্তরিক। করটিয়া হাইস্কুলের পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এর উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। তাই এতদঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে স্কুলটির আশু সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

প্রভাত কুমার মানী,
সহযোগী অধ্যাপক,
নওগাঁ সরকারী কলেজ, নওগাঁ।